গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
(Abstract)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' — 'প্রথম আলো' — 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান

ভূমিকাঃ

মানব সভ্যতা বিবর্তনের পথে প্রতিনিয়ত পৌঁছে যাচ্ছে নিত্য নতুন শিখরে, আবিষ্কার হচ্ছে নিত্য নতুন ভোগ্যপণ্য, অন্য কোথাও, অন্য কোনও খানে পৌঁছে যেতে চাইছে জীবন। কিন্তু এগিয়ে চলার এই পথে আমরা পেছনে ফেলে আসি না আমাদের অতীতকে, অতীতকে নিয়েই আমরা এগিয়ে চলি ভবিষ্যতের পথে। অতীতেই নিহিত থাকে সভ্যতার শিকড়। ভবিষ্যত মুহূর্তেই অতীত তাই অতীতেই শুরু হয় আত্ম অনুসন্ধান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সেই সময়', 'প্রথম আলো', 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাস ত্রয়ীতে এই শিকড়ের টানেই চালিয়েছেন ইতিহাস সন্ধান। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের রূপকে তিনি তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক ইতিহাসকে সামনে রেখে, এই তিনটে উপন্যাসের সময় সন্ধানের পথে তিনি খুঁজেছেন বাঙালী সমাজ তথা সময়ের বিবর্তন ও উদ্বর্তনের ইতিহাসকে।

১৯৮১ তে প্রকাশিত হয়েছিল সুনীলের প্রথম পিরিয়ড পিস 'সেই সময়', এরপর একে একে এসেছে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী উপন্যাস 'পূর্ব-পশ্চিম' ও 'প্রথম আলো'। এই তিনটি উপন্যাস জুড়ে আছে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ থেকে শুরু করে বাঙালীর জাতীয়তাবাদের জাগরণ, বিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনের দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ বপন, বাংলা ও বাঙালীর দ্বিখন্ডিকরণ, এবং শেষে ছিন্নমূল বাঙালীর শিকড় সন্ধানের ইতিহাস। আলোচ্য তিনটি উপন্যাসই আমার গবেষণার ক্ষেত্র। এই তিনটি গ্রন্থে তিনি ইতিহাসের রসদকে গ্রহণ করেও প্রকৃতপক্ষে জীবন অনুসন্ধানই চালিয়েছেন। যুগের

ধর্মকে বজায় রেখেই তিনি বাঙালী সংস্কৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের যে রূপরেখাকে এনেছেন, তাতে গবেষকের দৃষ্টিতে একদিকে যেমন সত্যানুসন্ধান করেছেন, অন্যদিকে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে করেছেন জীবনানুসন্ধান। এই তিন উপন্যাসের সত্যানুসন্ধান ও জীবনানুসন্ধানের স্বরূপ খোঁজার লক্ষ্যেই এগিয়েছে এই গবেষণা প্রকল্প। আমার এই গবেষণা প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করতে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজিত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিপরিচয় সংক্ষেপ ও সাহিত্যকৃতি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার আমগ্রামে ১৯৩৪ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর। তাঁর পিতা কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা মীরা দেবী। ছোটবেলা থেকেই আর্থিক অনটন ও দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে হওয়ায় জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রথম থেকেই ছিল তাঁর পরিপূর্ণ। ১৯৫১ তে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয় 'একটি চিঠি' দেশ পত্রিকায়। জীবিকার তাড়না সাহিত্য চর্চা থেকে তাঁকে বিযুক্ত করতে পারেনি, সারা দিনের খাটাখাটনির মধ্যেও তিনি আড্ডা ও লেখালেখির চর্চাকে রক্ষা করে গেছেন অসীম উদ্দীপনার জোরেই। জীবন ও জীবিকার প্রবল সংগ্রামের দিনেই প্রকাশিত হল সুনীলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েকজন' (১৯৫৮), শুরু হল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের যাত্রাপথ। ১৯৬৩ সালে সুনীলের জীবনে এল এক নতুন পালাবদল। আমেরিকার আইওয়া রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পল এঙ্গেলের আমন্ত্রনে বৃত্তি পেয়ে তিনি যোগ দিলেন আন্তর্জাতিক লেখক কর্মশালায়। আমেরিকায় ফরাসী যুবতি মার্গারিটের সঙ্গে মেলামেশার সূত্রে তিনি বিশ্ব সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেলেন। যদিও বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি প্রবল আকর্ষণে আমেরিকার সুখী জীবন, সুন্দরী বান্ধবী, স্থায়ী চাকরি ছেড়ে পকেটে মাত্র দশ টাকা নিয়ে সুনীল ফিরে এলেন ১৯৬৪ র অক্টোবর মাসে। জীবিকার

প্রয়োজনে গদ্যের প্রতি চরম অনাসক্তি সত্ত্বেও জীবিকার প্রয়োজনে নিতে হয় গদ্যে রচনার হাতেখড়ি। এরই মধ্য দিয়ে হয় তাঁর জীবনের পিতৃপক্ষের সূচনা। ১৯৬৬ সালের 'দেশ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ'। এখান থেকেই শুরু হয় সব্যসাচী লেখকের সাহিত্য রথের জয়যাত্রা। গল্প, উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, শিশু ও কিশোর সাহিত্য থেকে আত্মজীবনী পর্যন্ত সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই শুরু হয় তাঁর অনায়াস গতায়াত। বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর কবিতাগুলো দাঁড়িয়ে রইল অতুলনীয় স্থাপত্য হিসেবে। কথাসাহিত্যেও তিনি অকপট ভাষায় বলে গেলেন সহজ সুরে নির্মোহ নির্মেদ বাস্তবকেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তিন উপন্যাসে ('সেই সময়', 'প্রথম আলো' 'পূর্ব-পশ্চিম') সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সন্ধানের প্রেক্ষাপট

কথাসাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ছোটোগল্পের পাতায় মূলত উঠে এসেছিল সমকালীন জীবনের বহুমুখী চিত্রণ। প্রথম প্রথম তাঁর লেখার মধ্যে জীবনের কথা ছিল, বেশিরভাগ লেখার মধ্যেই ছিলেন তিনি নিজে, তাঁর উপন্যাস ছোটোগল্পের ভূমিতে তিনি নিরীক্ষা করেছিলেন জটিল জীবন সমস্যাকে। পিরিয়ড পিস রচনার দিকে তিনি ঝুঁকেছেন সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার শিখরে পৌঁছে। দেশের অনতি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তিনি সন্ধান করলেন বাঙালী জাতির বিবর্তনের ইতিহাসকে। 'সেই সময়', 'প্রথম আলো', পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিরাট প্রেক্ষাপটকে গ্রহণ করলেন সেখানে এনেছেন উনিশ শতকের নবজাগরণ (১৮৪০-১৮৭০), বাঙালীর জাতীয়তা বোধের জাগরণ (১৮৮৩-১৯০৭), দ্বিখণ্ডিত বাঙালীর শিকড় সন্ধানের (পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত) বিরাট ও বিশাল পটভূমিকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসবিদ নন,

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তিনি ভেবেছেন তাঁর জীবনের রসদ হারিয়ে গেছে, প্রকৃত সত্য তা নয়। বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি গবেষকের দৃষ্টিতে যেমন তুলে এনেছেন ইতিহাসের সত্যকে তেমনি কল্পনার রঙে খণ্ডিত সত্যগুলিকে দিয়েছেন পূর্ণ সত্যের রূপ। খুঁজতে চেয়েছেন নিজের শিকড়কে, চালিয়েছেন আত্ম অনুসন্ধান, আর এই আত্ম অনুসন্ধান এগিয়েছে জীবন অনুসন্ধানের পথে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ 'সেই সময়' : উনিশ শতকে বাঙালীর আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মদর্শনের সময় সন্ধান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসটি ঊনবিংশ শতাব্দীর চালচিত্রে জীবিত মানুষের গদ্য গাথা। ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন এমন একটি বিশেষ কালপর্ব কে যে সময়ে বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোতে মধ্যযুগের নির্মোক ত্যাগ করে উত্তীর্ণ হয়েছিল আধুনিকতার পথে, গবেষকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন উনিশ শতকের নবজাগরনের ধারণাকে। 'সেই সময়' তৎকালীন ঘটমান জীবনের প্রবহমান চিত্র। ঐতিহাসিক সময়কে খোঁজেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে। কিন্তু ঔপন্যাসিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রবাহকে বিচার করেন মনস্তাত্তিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে দঁড়িয়ে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের সময়কে জীবন্ত করতে গিয়ে পাশাপাশি নিয়ে চলেছেন ইতিহাসের পাতার চরিত্র গুলিকে ও কিছু কাল্পনিক চরিত্রকে। উপন্যাসের মূল কাহিনী বৃত্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায় নবীন কুমারের জন্মের মধ্য দিয়েই উপন্যাটির সূচনা এবং তার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এই সুদীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি। নবীন কুমারের নাতিদীর্ঘ জীবনের দীর্ঘ ইতিবৃত্তের মধ্য দিয়ে লেখক সময়কে ধরার এক বিশাল প্রয়াস করেছেন। এই প্রয়াসের পথেই নবীন কুমার আখ্যানের পাশাপাশি এনেছেন আর ও বহু বৃত্ত। নবীন কুমারের চরিত্রে তিনি

দেখিয়েছেন সেই সময়ের নব্য শিক্ষিত যুব সমাজের টানাপোড়েন ও স্ববিরোধের বাস্তব সত্যকে। একদিকে প্রথম যুগের অন্ধ ইংরেজ সভ্যতার অনুকরন থেকে বেরিয়ে এসে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা, নিজ সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা; বিদেশী সভ্যতার গুণগত দিক গুলিকে গ্রহণ করে যে নতুন বাঙালী জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল; সেই বাঙালীর আত্ম প্রতিষ্ঠা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন নবীন কুমারের মধ্যে দিয়ে। সময়কে জীবন্ত করতে ই তিনি নবীন কুমারের আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে ই তিনি জুরে দিয়েছেন সমগ্র বাঙালী জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস কে। বাঙালী উনিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশক পেরিয়ে চিনতে পেরেছিল নিজ সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ, খুঁজে পেয়েছিল প্রকৃত সত্যকে, যেই সত্যের ওপর ভর করে তারা নিজের সত্তার সার্বিক প্রতিষ্ঠা ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ 'প্রথম আলো' : আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় জেগে ওঠার ইতিহাস সন্ধান

'প্রথম আলো' র বিস্তীর্ণ পরিসরে ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে রেখেছেন, সেই ইতিহাসের পরিসরেই ডানা মেলেছেন কল্পনার সীমায়। এই উপন্যাসটিরও মূল নায়ক সময়। ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সময়কালে এই ঘটনা প্রবাহ বিস্তৃত। এই সময়কালে হঠাৎ কিছু মানুষ যেন ঘুম ভেঙে আবিষ্কার করেছে দেশ নামের একটা ভাবসত্তাকে, অনুভব করেছেন পরাধীনতার গ্লানি। 'প্রথম আলো' উপন্যাসের সময়সীমায় জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষই প্রধান ঘটনা। আসলে শিক্ষা বোধকে জাগ্রত করে, এই জাগ্রত বোধ আলো খুঁজতে চেয়েছে, নতুন আলো সরিয়ে দিয়েছে পুরোনো অন্ধকারকে। 'প্রথম আলো' এই আলোকিত সত্তার সার্বিকভাবে জেগে ওঠার ইতিবৃত্ত। আত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজে নেওয়ার লড়াই তাদের এগিয়ে দিয়েছে উদ্বর্তনের পথে।

ঔপন্যাসিক যে সময়কে জীবন্ত করেছেন, বাংলায় তখন এসেছেন একের পর এক মহামানব। ঔপন্যাসিক যুগসূর্য রবীন্দ্রনাথ কে নিয়ে এসেছেন প্রধান বিন্দুতে। তাঁর পাশে দাঁড় করিয়েছেন বিবেকানন্দকে। এই দুই সূর্য কিরণে আলোকিত হয়েছে বাংলার আকাশ। সময়কে ফুটিয়ে তুলতে তিনি এনেছেন কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিপ্লববাদ। এই অনুষঙ্গেই এনেছেন মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তাধারা, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ও প্রবাদপ্রতিম শিল্পীদের ভূমিকা, কংগ্রেসের প্রবীণ-নবীন বিরোধ, দুর্ভিক্ষ-মহামারি, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ও ভারতবাসীর প্রবল বিরোধিতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। কাল্পনিক বৃত্তেও আছে ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকা ত্রিপুরা রাজ্যের চিত্র। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের পাশে উঠে এসেছে রাজার অবৈধ পুত্র ভরত। ভরত-ভূমিসূতা বৃত্ত উপন্যাসের গতিময়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, চিনিয়েছে সময়ের বিবর্তনকে। 'প্রথম আলো' তে উঠে এসেছে উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত, আত্মসচেতন ও সমাজসচেতন বাঙালীর বিশ শতকের প্রথম দশকে জাতীয়তা বোধ ও রাজনৈতিক চেতনায় জেগে ওঠার ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ 'পূর্ব-পশ্চিম' : পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিখন্ডিত বাঙালীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে শিকড় সন্ধানের ইতিহাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'সেই সময়' উপন্যাস থেকে বাঙালী সংস্কৃতির প্রবাহ পথকে খোঁজার যে সচেতন প্রয়াস শুরু করেছিলেন, সেই প্রবাহ সমৃদ্ধ হয়েছে 'পূর্ব-পশ্চিম' বিস্তীর্ণ পরিসরে। উনিশ শতকের আত্মপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী হৃদয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই প্রবল হয়েছিল পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার স্বপ্ন। কিন্তু ১৯৪৭ এর উপন্যাসের দেশভাগ বিদীর্ণ স্বাধীনতা বাঙালীকে দ্বিখন্ডিত করল, বাঙালী হৃদয়ের দীর্ঘ লালিত স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। স্বাধীনতা পরবর্তীতেও দেশনেতাদের আচরণ দেশবাসীর

দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাকে নিয়ে গেল বিনষ্টির পথে। স্বাধীনতাত্তোর পর্বের বাংলার সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসকেই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিসরে। এই বাংলা আর উনিশ বিশ শতকের অখন্ড বাংলা নয়, এই বাংলার মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে উঠে গেছে কাঁটা তারের বেড়া। 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের কাহিনীর সূচনা পঞ্চাশের মধ্যভাগে, কাহিনীর যবনিকা পতন আটের দশকের মোহনায় এসে। এই চারটি দশক জুড়ে দুই বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের ওঠা পড়াকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক, বাঙালীর সাংস্কৃতিক প্রবাহের ইতিহাসে খুঁজেছেন নিজের শিকড়কে।

যে সামাজিক ইতিহাসের সাক্ষী সুনীল নিজে সেই সময়কে চিত্রিত করতে গিয়ে উপন্যাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে আত্মজৈবনিক উপাদান। দ্বিখন্ডিত বাঙালীর ছিন্নমূলতার বেদনা, দুই বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের হাহাকার, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৬২, নেহেরুর মৃত্যু ১৯৬৪, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকালপ্রয়াণ ও ইন্দিরা গান্ধীর অভ্যুত্থান ১৯৬৪, ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন ১৯৬৪, মৌলবাদের প্রাধান্য থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের বাংলা ভাষার জন্য জীবন দান ১৯৫২, মুক্তিযুদ্ধে হাজার হাজার বাঙালী যুবকের নির্ভীক সংগ্রাম, পশ্চিম বাংলার বহু তাজা প্রাণের নক্সাল আন্দোলনের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়া, আশির দশক থেকে বাঙালীর পূর্ব থেকে পশ্চিম গোলার্ধে ছড়িয়ে পড়া, মূলের থেকে দূরে গিয়েও চরিত্রগুলির শিকড়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণের চিত্র 'পূর্ব-পশ্চিম'এ ছড়িয়ে আছে। 'পূর্ব-পশ্চিম' নামটি উপন্যাসে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রবাহ; পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধের বৃহত্তর পটভূমি উপন্যাসে এসেছে। আবার মানুষের জীবনে ও মনে যে পূর্ব ও পশ্চিম, তার প্রবৃত্তি ও সামাজিক সত্তার

যে দ্বন্দ্ব, মন ও মননের দেবতা ও অপদেবতার একত্র সহাবস্থানই মানুষের মনুষ্যত্ব, এই দুইয়ের যে দ্বন্দ্ব তাও উঠে এসেছে এই উপন্যাসে।

উপসংহারঃ

'সেই সময়' 'প্রথম আলো' 'পূর্ব পশ্চিম' এই তিন উপন্যাসে ঔপন্যাসিক শিকড়ের টানে তাকিয়েছেন বাঙালীর অনতি ইতিহাসের দিকে। উনিশ শতকের নবজাগরণ থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় ধরে বাঙালীর জীবন চেতনার যে বিবর্তন ঘটেছে, সেই বিবর্তনের রূপরেখা এই তিনটি উপন্যাস। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে খুঁজেছেন, নিজের সত্তার স্বরূপকে। ধর্মের কারণে দ্বিখন্ডিত বাঙালী সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন গবেষকের দৃষ্টিতে আবার ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে ঘটিয়েছেন তথ্যের সমন্বয়। বাংলা উপন্যাসের ভূমিতে এই তিন উপন্যাস দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের মতো। বাংলা ও বাঙালীত্বকে নিয়ে সুনীলের প্রয়াস অভিনব ও বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। ঔপন্যাসিকের ইতিহাস সন্ধান তথা সময় সন্ধান তথা আত্ম অনুসন্ধান তথা শিকড় সন্ধান পাঠককেও পরিচিত করিয়েছেন নিজের শিকড়ের সঙ্গে।